বাংলাকে টিকিয়ে রাখার দায়

এ, কে, এম, ফারুক

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার দায় প্রতিটি বাংলাভাষাভাষীর। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা এবং দুই বাংলার বাইরের বাঙালিরা মিলে বাইশ কোটির অধিক মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। বলা হয়ে থাকে অর্থনীতিই সবকিছুর নিয়ামক, কিন্তু উন্নত ও প্রভাব বিস্তার করার মত অর্থনৈতিক অবস্থা বাঙালিদের এখনও হয়নি, নানান বিপরীতমুখী স্রোতের বিরুদ্ধে লড়ে তা অদূর ভবিষ্যতে কোমর সোজা করে এবং মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে কিনা বলা শক্ত। সেক্ষেত্রে বাংলার জন্য লড়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও শক্তি আমাদের অবশ্যই খুঁজতে হবে। আর তা হতে পারে বাংলার প্রতি আমাদের প্রচন্ড ভালবাসা ও আবেগ, বাংলাভাষী বিরাট জনগোষ্ঠির প্রতি দায়িত্ব ও মমত্ববোধ, ভাষার জন্য আত্মত্যাগের সুমহান ঐতিহ্য, সর্বোপরি আধুনিক বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অংগনে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নত অবস্থান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা যেহেতু বাংলা, সেখানে বাংলাভাষার চর্চা অনেকটা স্বতঃস্ফুর্ত এবং সহজ। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় বাংলাভাষা তথা বাঙালিরা নানান অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক, মিডিয়া, ভিন্নভাষা ও ভাষাভাষীর চাপের মুখে কিছুটা কোনঠাসা হয়ে আছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের রয়েছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বর্তমান অবস্থায় উন্নিত করার পেছনে সিংহভাগ অবদানের ঐতিহ্য। পন্ডিতপ্রসু পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্মীরা নিরলস ভাবে নানান প্রতিকুলতার ভেতর দিয়ে যুদ্ধ করে করে প্রাণের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। প্রমাণ করে যাচ্ছেন যে অর্থনীতিই একমাত্র কথা নয়, ভালবাসা ও মাটির টান সবার উপরে। ধর্মোন্মাদনা দিয়ে ও ধর্মকে ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার বানিয়ে অতীতে বাংলাকে ভাগ করে স্বপ্নের বাংলা করতে দেয়া হয়নি। সে আক্ষেপে না গিয়ে আমরা আমাদের প্রিয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা ও সমৃদ্ধ করার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি নানান ভাবে। এর অন্যতম একটি হলো, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বচ্ছ ও নিয়মিত সাংস্কৃতিক আদান প্রদান। তা হবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে, সব রকম ক্ষুদ্রতার উর্ধে উঠে। প্রবাসে এটা করা অনেকটা সহজ, কারণ কোন ভৌগলিক বাধা নিষেধ নেই, পাসপোর্ট ভিসার ঝামেলা নেই। বরং আমরা প্রবাসে মিলেমিশে বসবাস করি। আশা করি প্রবাসের মিলিত প্রচেষ্টা নিজ ভূমিতে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে। আমাদের উভয় বাংলার বাঙালিদের বিরুদ্ধে পরস্পরের প্রতি একটি অনুচ্চারিত উন্নাসিকতার অভিযোগ রয়েছে। বাংলাকে ভালবাসার দায় আশা করি অবশ্যই আমাদেরকে এসবের উর্ধে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। গত দু'বছরে অনুষ্ঠিত এন,টি,ভি এর পৃষ্টপোসকতায় ক্লোজআপ ওয়ান এর সাফল্য সর্বজনবিদিত। অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান

ইতোমধ্যেই বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তা হলো পশ্চিমবঙ্গের প্রতিযোগীদের নিয়ে ই-টিভির অনুষ্ঠান ‘‘গানে মোর ইন্দ্রধনু’’ । এই অনুষ্ঠানটি ক্লোজআপের চেয়ে একটি বিষয়ে এগিয়ে আছে, তা হলো এখানে গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই, বাংলাভাষায় রচিত গান হলেই হলো। ক্লোজআপের প্রতিযোগীরা কেবলমাত্র বাংলাদেশের গানই গাইতে পেরেছেন। এখানে আমার বক্তব্য হলো, ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও আদান প্রদানে উদারতার কোন বিকল্প নেই। যুগ যুগ ধরে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যে শ্রীবৃদ্ধি আমাদের পূর্বপুরুষদের হাতে ঘটেছে, তার উত্তরাধিকারী কিন্তু আমরা উভয় বাংলার বাঙালিরা। ভূপেন হাজারিকার সেই বিখ্যাত গান ‘‘গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা’’ তারই প্রতিধ্বনি। এন,টি,ভির ‘‘কিছু কথা কিছু গান’’ উভয় বাংলার গান দিয়ে সাজানো একটি চমৎকার অনুকরণীয় অনুষ্ঠান। ‘‘গানে মোর ইন্দ্রধনুর’’ প্রতিযোগীরা যদি রুনা লায়লা বা আইয়ুব বাচ্চুর গান গাইতে পারে তবে কেন ক্লোজআপের প্রতিযোগীরা মান্নাদে, হেমন্ত, লতা, শুভমিতা কিংবা রাঘবের গান করতে পারবে না।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করা, বিবিধ কর্মকান্ডে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা। এটি একটি কঠিন কাজ। ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়া ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অন্তরের নির্জাস গ্রহণ করতে অপারগ, যদি না তাদেরকে বিভিন্নভাবে এতে সম্পৃক্ত ও অভ্যস্ত করা যায় । এখানে পরিবারের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। বছরে দু’বছরে এরা যদি দেশে যায় এবং দেড়-দু’মাস কাটিয়ে আসে তা হলে যে পরিবেশে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি লালিত হয়েছে ও এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, তার একটা ধারনা তারা পেতে পারে, যা খুবই মূল্যবান। এতে দেশের প্রতি এবং এর মানুষের প্রতি তাদের ভালবাসা জন্মালেও জন্মাতে পারে। পাশাপাশি প্রবাসে থাকাকালীন সময়ে দেশের আত্মীয়স্বজনদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে এদেরকে উৎসাহিত করা উচিত। প্রবাসে বড় হওয়া ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক, এবং সব রকমের কুপমন্ডুকতার উর্ধে। এদের কিছুসংখ্যকও যদি মায়ের ভাষা ও দেশের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে, তা হলে কিছুটা হলেও আমরা অনুতাপমুক্ত হওয়ার একটা অযুহাত অন্ততঃ খুঁজে পাব।